গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা

প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

১।	প্রকল্পের নাম	:	গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (ঢাকা জোন)
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
৩।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪।	প্রকল্প এলাকা	:	গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী জেলা
৫।	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়	:	৬৩১৩১.৩২ লক্ষ টাকা
৬।	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	০১/৩/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** সওজ এর ঢাকা জোনের অধীন গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত মূল প্রকল্পটি ৫৯১৭৪.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মার্চ, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৮-০৩-২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৬৩১৩১.৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২২/০৩/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- সওজ এর ঢাকা জোনের আওতাধীন গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের কয়েকটি আঞ্চলিক মহাসড়ক (১৪৯.২৮ কিলোমিটার) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্কের মান উন্নয়ন করা।

৯। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ**

- ভূমি অধিগ্রহণ : ২.৩১ হেক্টর
- সড়ক বাঁধে মাটির কাজ : ২০.০৯ ল:ঘ:মি:
- পেভমেন্ট মজবুতিকরণ : ১৩৭.৮৬ কি: মি:
- পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ : ১১৫.৪৬ কি: মি:
- সার্ফেসিং (ডিবিএস বাইন্ডার কোর্স / ওয়ারিং কোর্স) : ১৩৭.১৬ কি: মি:
- রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ : ৭.৮৬ কি: মি:
- আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (২০টি) : ১২০.৯০ মিটার
- পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (৪টি) : ১২১.২৩ মিটার
- আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ (৫টি) : ৮৯.৭৫ মিটার
- টো-ওয়াল : ৩৪০০ ব: মি:
- সিসি ব্লকসহ জিও টেক্সটাইল : ১৯০০০ ব: মি:
- আরসিসি প্লেট প্যালাসাইডিং : ৩৬৩৫.০০ মিটার
- ড্রেন নির্মাণ : ২৩৩২৪.০০ মিটার

১০.০ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

১০.১ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ** প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অর্থায়ন, অনুমোদন/ সংশোধনের অবস্থা ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছর ভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

১০.৩ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন ও লগ ফ্রেমের আলোকে Output, Outcome ও Impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময়ের বেশি (Time over run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over run) এর কারণগুলো (যদি থাকে) বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে। বিশেষত দরপত্র ব্যবস্থাপনায় PPR, 2008 এর নির্ধারিত সময়ের বেশি ব্যয় হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা;

১০.৫ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৬ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদী (পণ্য অবকাঠামো ও সেবা), কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেজিস্টার সংরক্ষণ, প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৭ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/ BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.৮ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী কী পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/ স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলানামূলক পর্যালোচনা করা;

১০.৯ সমীক্ষায় যে সব FGD/ KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন করা হবে তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১০.১০ প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০.১১ সমাপ্ত প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান;

১০.১২ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT ANALYSISIS;

১০.১৩ উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;

১০.১৪ প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

১০.১৫ সমীক্ষা কার্যক্রমের চূড়ান্ত বাংলা ও ইংরেজি প্রতিবেদন Professional Proof Reader কর্তৃক যাচাইপূর্বক প্রত্যয়নসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

১০.১৬ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

১১.০ ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা:

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা;
২)	ক) টিম লিডার	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে)	• সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো ডিজাইন ও নির্মাণ কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতা ; • টিম লিডার হিসাবে ০৩ (তিন) বছর অথবা ডেপুটি টিম লিডার হিসাবে ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ২০ (বিশ) বছরের অভিজ্ঞতা; • Advanced and Innovative Pavement Engineering Technology বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় টেকসই সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা; • প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট-২০০৬ (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর)-২০০৮ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার গাইডলাইন বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য

			Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং ● প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিঃ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতক ডিগ্রি (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে)	● সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা; ● সড়ক নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; ● সড়কের গুণগতমান পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪(চার) বছরের অভিজ্ঞতা।
	গ) সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ	সিভিল/ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	● সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা ; ● সড়ক নিরাপত্তা কাজে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
	ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ ও রিসেটেলমেন্ট বিশেষজ্ঞ	যে কোন বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	● ভূমি অধিগ্রহণ ও রিসেটেলমেন্ট সংক্রান্ত কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা। ● বিশেষজ্ঞের সাথে প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যন্ত চুক্তিপত্র।

- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে তার নিয়োগকৃত পরামর্শক টিমের প্রত্যেক সদস্যের সাথে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির কপি প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে সংযুক্ত করতে হবে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত টিম চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সকল সভায় অংশগ্রহণসহ প্রতিবেদন প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। টিম লিডার এ কাজের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১২.০ **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ**

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়	সংখ্যা
১.	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল কমিটি ১২ + সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে	২৪ (টেকনিক্যাল কমিটি ১২ + সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটি ১২) কপি
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে	১০০ কপি (জাতীয় কর্মশালা)
৪.	চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়)	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে	১২ (টেকনিক্যাল কমিটি ১২) কপি
৫.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে	৬০ (বাংলা ৪০+ইংরেজী ২০) কপি

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Nikosh Font এ হতে হবে।

১৩.০ **আইএমইডি কর্তৃক প্রদেয়:**

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন/পিসিআর); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

মেহের নিগার সুলতানা
উপপরিচালক